ধ্রুপদ

ধ্রুব- কথাটির অর্থ চিরন্তন, শাশ্বত। এইরূপে বাণী যুক্ত পদ যখন গাওয়া হয় তখন তাকে ধ্রুপদ বলে। ধ্রুপদ কথাটি ধ্রুবপদ শব্দের অপভ্রংশ। প্রাচীন প্রবন্ধ গানের পরম্পরাগত ব্রজভাষা, হিন্দি, মৈথিলীতে রচিত এই গানের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ দেবদেবীর রূপ বর্ণনা, প্রকৃতি বর্ণনা, রাজাবাদশাহদের গুণকীর্ত্তন, ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ ইত্যাদি। শান্ত, বীর, ভক্তি ও শঙ্গার রসাশ্রিত এই গানের প্রকৃতি গম্ভীর ও ধীরগতি সম্পন্ন। অচপল গাম্ভীর্যমণ্ডিত এই সঙ্গীতে আশ, মীড়, গমক, ন্যাস, মার্চ্ছন, স্পর্শন ও কম্পন এই সাত প্রকার অলংকার ব্যবহৃত হয়। স্বরের স্থায়িত্ব এই গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য কারণ একমাত্রায় একটি বা দুটির অধিক স্বর সন্নিবেশিত হয় না। সুর ও তালে অলংকৃত হয়েও ধ্রুপদ গানের গতি ঋজু ও বলিষ্ঠ।

প্রাচীনকালে বহু প্রকার প্রবন্ধ গানের প্রচলন ছিল। তার মধ্যে সূড় প্রবন্ধের অন্তর্গত সালগ সূড় প্রবন্ধ গান থেকে বর্তমান ধ্রুপদ গায়ন পদ্ধতির জন্ম। এটি শ্রেষ্ঠ গীতরীতি। নায়কগোপাল, বৈজুবাওড়া, স্বামী হরিদাস, তানসেন প্রমুখে সঙ্গীতজ্ঞরা হলেন শ্রেষ্ঠ ধ্রুবপদ গায়ক ।

বর্তমানকালে প্রচলিত ধ্রুপদ গানের প্রবর্তক হিসেবে গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমরের নাম ইতিহাসে খ্যাত। তাঁরই প্রচেষ্টায় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ধ্রুপদ গান সুসংহত রূপ লাভ করেছিল { ১৪৭৬-১৫১৭)।

ধ্রুপদ গায়ন পদ্ধতি :- ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ গায়নের একটি বিশিষ্ট রীতি আছে। ধ্রুপদ গানের অবয়বটি গঠিত হয় প্রধানতঃ চারটি তুকে। স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। দুই তুকের ধ্রুপদ গানও অনেক আছে। ধ্রুপদ গায়ন পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল তার আলাপচারিতা। যে রাগের ধ্রুপদ গান হবে তার বন্দিশ গাইবার আগে রাগে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট স্বর দ্বারা তা, তে, রি..রে, তা, না, তুম্, নোম্, বাণীর বিন্যাস করে রাগটির প্রতিষ্ঠা বা আলাপ-পরিচয় দান করা হয়। যে বাণীগুলির অপভ্রংশ দ্বারা আলাপ করা হয় তার মূল বাণীটি হ'ল— 'ও অনন্ত নারায়ণ-হরি'। এই বাণীটিকে খণ্ডিত করেই উপরোক্ত বাণীগুলি দ্বারা রাগের আলাপ করা হয়। আলাপ অংশটি সম্পূর্ণ অনিবন্ধ। অর্থাৎ এখানে কোনো তালবাদ্যের প্রয়োগ হয় না। প্রথমে বিলম্বিত লয়ে বাণী দ্বারা আলাপ শুরু করা হয়। পরে ধীরে ধীরে লয় বাড়িয়ে মধ্য ও দ্রুত গতিতে আলাপ করা হয়। আলাপ শেষ হলে বন্দিশ গাওয়া হয়। বন্দিশটি ঠায়লয় বা অতি বিলম্বিত লয়ে গাইবার পর 'বাট' প্রস্তুত করা হয়। 'বার্ট' কথাটির অর্থ বন্টন বা ভাগ করা। গানের ভাষাকে ছন্দবৈচিত্রের দ্বারা নানাভাবে বিন্যাস করে বাট প্রদর্শন করা হয়। একে লয়কারীও বলে । এই বাট প্রস্তুত হয় দুগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ, আড়ি বা দেড়গুণ, বিয়াড়ী ও কুআড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন ছন্দবৈচিত্র্যের মাধ্যমে। এই সময় তালবাদ্য রেলা পরণ অলংকরণ করে পাখোয়াজের সহযোগ হয় বিভিন্ন বোল বাণীর বিস্তারে।

ধ্রুপদ গানের আর একটি বড় অঙ্গ হ'ল—উপজ। উপজ কথাটির অর্থ উদ্ভুত। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উদ্ভূত হ'ল রাগ বা স্বর থেকে উদ্ভত । গানের স্থায়ী অংশের বাণীর একটি ক্ষুদ্র ভাগকে অবলম্বন করে নানাভাবে স্বরবিস্তার ও ছন্দ প্রকরণ দ্বারা অলংকৃত করাকে উপজ বলে । অর্থাৎ গানের মুখরার অংশটিকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় প্রকাশ করাকে উপজ বলে। এখানেই থাকে ধ্রুপদ গায়কের রাগের সুরবিহারের স্বাধীনতা এবং ছন্দবৈচিত্র্য প্রদর্শনের কুশলতা। উপজের কাজগুলি প্রধানতঃ গানের বাণীর সৌন্দর্য রক্ষা করে ভাব ও রসের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়।

ধ্রুপদ গানের সঙ্গে পাখোয়াজ তালবাদ্য সঙ্গত করা হয়। তালগুলি হল আড়াচৌতাল, চৌতাল, সুলতাল, ঝাঁপতাল, ব্রহ্মতাল, পঞ্চমসোওয়ারী, তেওড়া প্রভৃতি। পাখোয়াজের বিশিষ্ট গম্ভীর বোল ধাগে, দেন তা, কৎ, তা, তাগে, গদিঘেনে,

ধাগে তেটে, তাগেতেটে প্রভৃতি বাণী দ্বারা গানকে সৌন্দর্য মণ্ডিত ও গাম্ভীর্য পূর্ণ সহযোগ দেওয়া হয়। ধ্রুপদ সঙ্গীতের ভাবগাম্ভীর্য, ওজস্বিতা রক্ষা করতে এইরূপে বোলবাণী সমৃদ্ধ তালভঙ্গীর বিশিষ্ট স্থান আছে। পাখোয়াজ বাদ্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাদনে ধ্রুপদ সঙ্গীত তার অচপল গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারে। তাল- বাদ্যে বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত, সম, বিষম, অতীত, অনাঘাত সাতটি অলংকার ব্যবহৃত হয়।

সুপ্রাচীন ধ্রুপদ সঙ্গীত আজ পর্যন্ত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। চিরন্তন শাশ্বত বাণী সমৃদ্ধ সঙ্গীতের একটি প্রবহমান স্রোত ধারা হচ্ছে ধ্রুপদ। ধ্রুপদ সঙ্গীতের গায়কী আয়ত্ত করতে পারলে সমস্ত রকম সঙ্গীত ধারাকে অতি সহজেই আয়ত্ত করা যায়। শান্ত, সমাহিত, ভক্তি রসের সংবদ্ধ সঙ্গীত ধ্রুপদ গান। সঙ্গীতের যত রকম অলংকার আছে তার মধ্যে ধ্রুপদে আশ, মীড়, গমক, কণ ইত্যাদি অলংকারগুলি ব্যবহার করা হয়। ধ্রুপদে খেয়াল গানের অনুরূপ তান অলংকারটি সম্পূর্ণ বর্জিত। কারণ তানের মধ্যে যে চপলতা আছে তা ধ্রুপদ সঙ্গীতের স্বরূপ বিরোধী। ধ্রুপদ একটি শ্রেষ্ঠ গীতরীতি।

ড. বিমল রায়, ভারতীয় সঙ্গীত প্রকর্ষ, পৃ. ২৫০-২৫২